মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দদের জন্য

বাজেট বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ নোট-৩

বাজেট ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক: ২০১৮-১৯

প্রকাশকাল: জুন, ২০১৮

বাজেট পর্যালোচনা: শিক্ষা

শিক্ষা হল মানব সক্ষমতা বিনির্মাণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। দেশের প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করার প্রধান উপাদান হল দক্ষ মানবসম্পদ। বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ২ কোটি ১৭ লক্ষ শিশু। এ লক্ষ্যে শিক্ষাখাতের শক্ত ভিত রচনায় বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রসারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে জীবনমানের মৌলিক আনার উপযোগী ও প্রতিষ্ঠানে উন্নত পরিবেশ গঠনের দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। একটি শিশু যদি ব্যক্তিগত ও পারিপার্শিক পরিচ্ছন্নতা, নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ, কর্মনৈপুন্য ও পারস্পরিক সহমর্মিতার বোধ নিয়ে বেড়ে উঠে সে শিশু হতে পারে উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনের রূপকার। একমাত্র সুশিক্ষাই পারে একটি জাতির উন্নয়নের ধারাবাহিক সোপানকে ক্রমশ ত্বরান্বিত করতে।

শিক্ষা খাতের কার্যক্রম দুটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয় – প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দুটি পৃথক বিভাগ যথা (ক) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা এবং (খ) কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই দুটি বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নের ধারা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি ত্বরান্বিত হবে। সরকার ইতোমধ্যে শিক্ষাখাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে, এমনটাই জনগণের প্রত্যাশা।

বর্ধিত চাহিদার নিরিখে পাঠ্যপুস্তক, উপবৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ও স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক ওয়াসবল্কসহ ৭,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, ৬৫,০০০ শ্রেনীকক্ষ, ১০ হাজার ৫০০ শিক্ষক কক্ষ, ৫ হাজার বিদ্যালয় সীমানা প্রাচীর নিমার্ণ, ৩০ হাজার খেলার সামগ্রী বিতরণ এবং বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় আরও ১,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। তবে গত অর্থবছরে ইতোমধ্যে ১,৪৯৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছে এবং ২৬,১৯৩ টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে। এছাড়া পিটিআই বিহীন ১১টি জেলা শহরে পিটিআই ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১,০৮,২০০ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মূল ধারার বাইরে ১১,১৬২ টি আনন্দ স্কুলে ৩,১০,৯৮৭ জন বিদ্যালয় বর্হি:ভূত ও ঝরে পড়া শিশু শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ৪৬:১ হতে ৩৯:১ নামিয়ে আনা হয়েছে এবং উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৭৯ লক্ষ হতে ১ কোটি ৩০ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। ১২৫টি উপজেলায় উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রির্সোস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া

আরও ১৬০টি উপজেলা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চালু আছে। অন্যদিকে, ৩১৫টি উপজেলায় ১টি করে বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে। ২৬,৬৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে এবং সরকারি কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ২০০ সরকারি কলেজে প্রায় ২ লক্ষ শিক্ষার্থী ও সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩২৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৩ লক্ষ ২৯ হাজার শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ করা হয়েছে।

মোট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৪.৬% (৬৭,৯৩৫ কোটি টাকা) যা মোট জিডিপির ২.৭ শতাংশ। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে যার বরাদ্দ ছিল ৪৬,৭৫৭ কোটি টাকা।

চিত্র-১: বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ

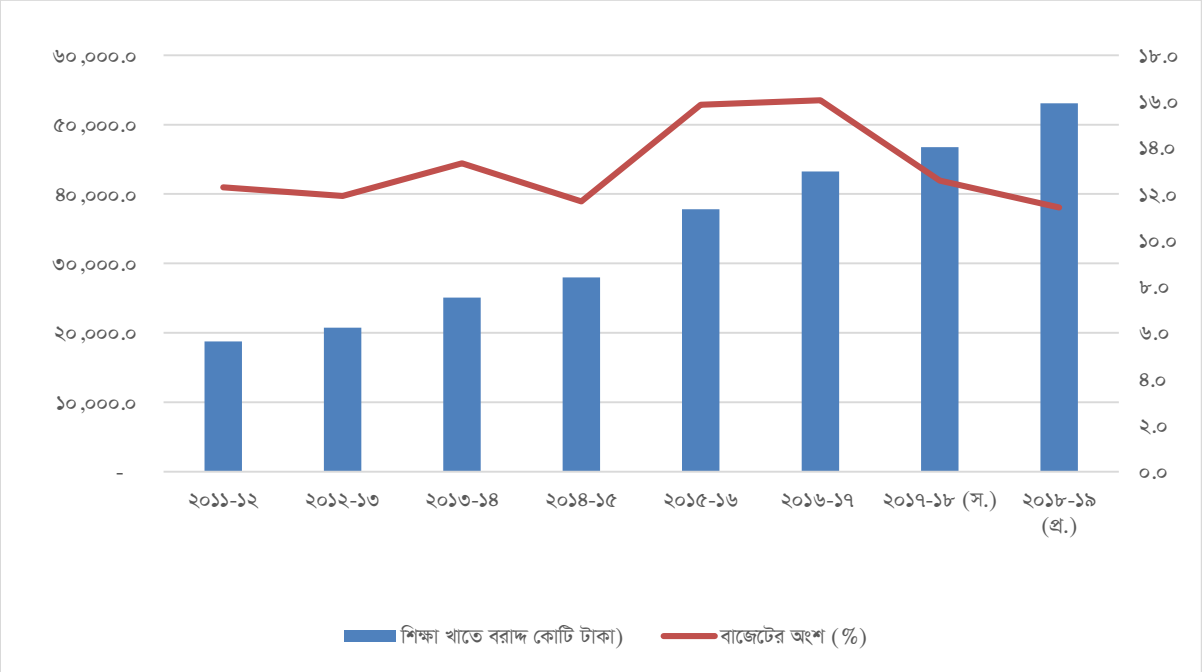

জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত যথাক্রমে ৩৭,৮১৪ কোটি, ৪৩,২৬৮ কোটি, চলতি অর্থবছরে ৪৬,৭৫৭ কোটি ও প্রস্তাবিত বাজেটে ৫৩,০৫৪ কোটি টাকা। তাসত্ত্বেও ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় পরবর্তী দুই অর্থবছরে শিক্ষাখাতে মোট বাজেটের অনুপাত নিম্নগামী।

এডিপির বরাদ্দের পর্যালোচনা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী হল সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদী উন্নয়ণ পরিকল্পনা। বাংলাদেশ বর্তমানে শিক্ষাখাতে উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতির পথে ধাবমান। এ ধারা অব্যাহত রাখতে চলমান কর্মকৌশল এবং ক্রমান্বয়ে বর্ধিত বাজেটের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশব্যাপী শিক্ষার মানোন্নয়ন ও অবকাঠামোগত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন, নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন ও বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিদ্যমান ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের

সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নসহ সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

ডিজিটাল শিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মহাবিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসহ ২৬,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৬,৩৪০টি মাল্টিমিডিয়া শ্রেনীকক্ষ এবং ২,১২০টি স্মার্ট শ্রেনীকক্ষ তৈরীর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সকল ইউনিয়ন ও কয়েকটি শহরে আইসিটি ভিত্তিক কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৯০ হাজার শিক্ষক এবং ১ হাজার ৫০০ মাস্টার ট্রেনারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষার গুণগত ও ভৌত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কারিকুলাম আধুনিকায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর বেতন কাঠামো, উচ্চতর শিক্ষার কারিকুলাম উন্নয়নে তদারকি জোরদারকরণ, শহর ও গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগত মানের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য দূরীকরণ, মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান ও গণিতের অন্তর্ভূক্তি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় গণিত ও ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষকদের জন্য বিট্রিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

শিক্ষাখাতে প্রস্তাবিত এডিপি বরাদ্দ হল ১৬,৬২০ কোটি টাকা যেটি গত অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে ১৭.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপিতে শিক্ষা ও ধর্ম খাতে মোট উন্নয়ন কর্মসূচি হল ১২৩টি (বিনিয়োগ-১১৮টি, কারিগরী-৫টি) যেখানে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ১৩৮টি।

চিত্র-২: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ

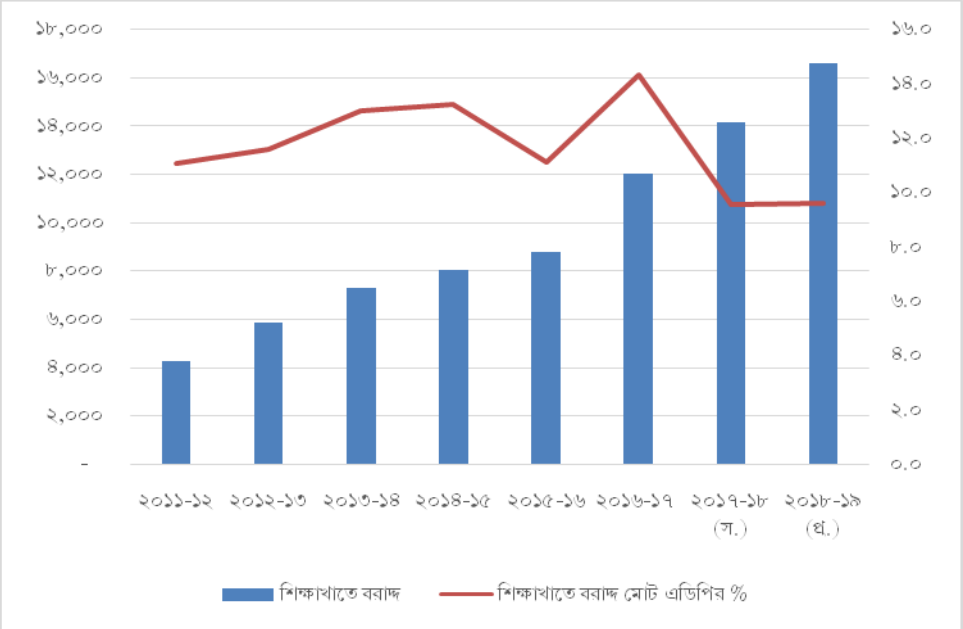

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও মোট এডিপিতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের হার গত বছরে মতো একই থাকছে। গত বছরের আগের বছর অর্থাৎ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় বিগত ২ বছরে এডিপিতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের হার নিম্নগামী।

চিত্র-৩: জিডিপিতে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ

জিডিপিতে শিক্ষাখাতের অংশ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের পর হতে ধারাবাহিকভাবে ক্রমহ্রাসমান। বিগত অর্থবছরের মতো এবছরও শিক্ষাখাতের বরাদ্দ মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২.০৯।

মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোতে শিক্ষা

মধ্যমেয়াদী বাজেটে কাঠামোতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মিশন হিসেবে ধরা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ওগুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ। 'সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ' কৌশলটি কয়েকটি কার্যক্রম, উদাহরণস্বরূপ বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন- এর মাধ্যমে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করা হবে। তদ্রূপ, 'প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন' এই কৌশলটির আওতার প্রাথমিক পর্যায়ে আইসিটিভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে চলতি অর্থবছরেও বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তি, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণসহ নানা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা বৃদ্ধিকল্পে ১,৪৯৫টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। ১৪০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান এবং প্রায় ৩৩.৯৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে বিস্কুট বিতরণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলি, আরও কতকগুলি বিস্তৃত কার্যক্রমের মাধ্যমে ত্বরান্বিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কৌশলগুলো হল – মানসম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও সমতা নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার উপযোগী দক্ষ জনবল সৃষ্টি, শিক্ষার উচ্চতর স্তরে সাধারণ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ফলিত এবং কারিগরী ও ব্যবসা শিক্ষার অধিকতর প্রসারসহ উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন, এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ। মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিবছর প্রায় ৩৬.৪৭ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি, আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩.২৯ লক্ষ বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নে এসব কৌশলগত উদ্দেশ্যের গভীর প্রভাব রয়েছে। এখন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা এবং কারিগরি ও

মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন সংস্থার উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বরাদ্দের কয়েক বছরের একটি তুলনামূলক চিত্র দেখানো হল-

চিত্র-৪: মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো অনুসারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যয় প্রক্ষেপণ

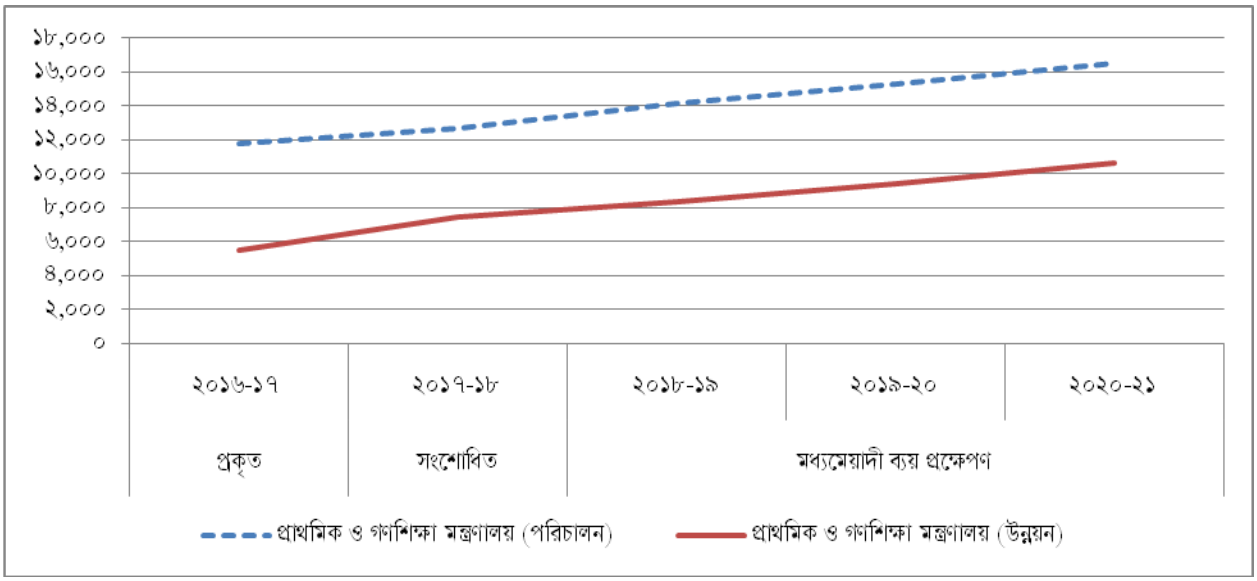

চিত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদী ব্যয় প্রক্ষেপণে পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনামূলক প্রবাহমানতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে দু'টি ব্যয়ের প্রায় সমানুপাতিক বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে।

চিত্র-৫: মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো অনুসাওে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ব্যয়ের প্রক্ষেপণ

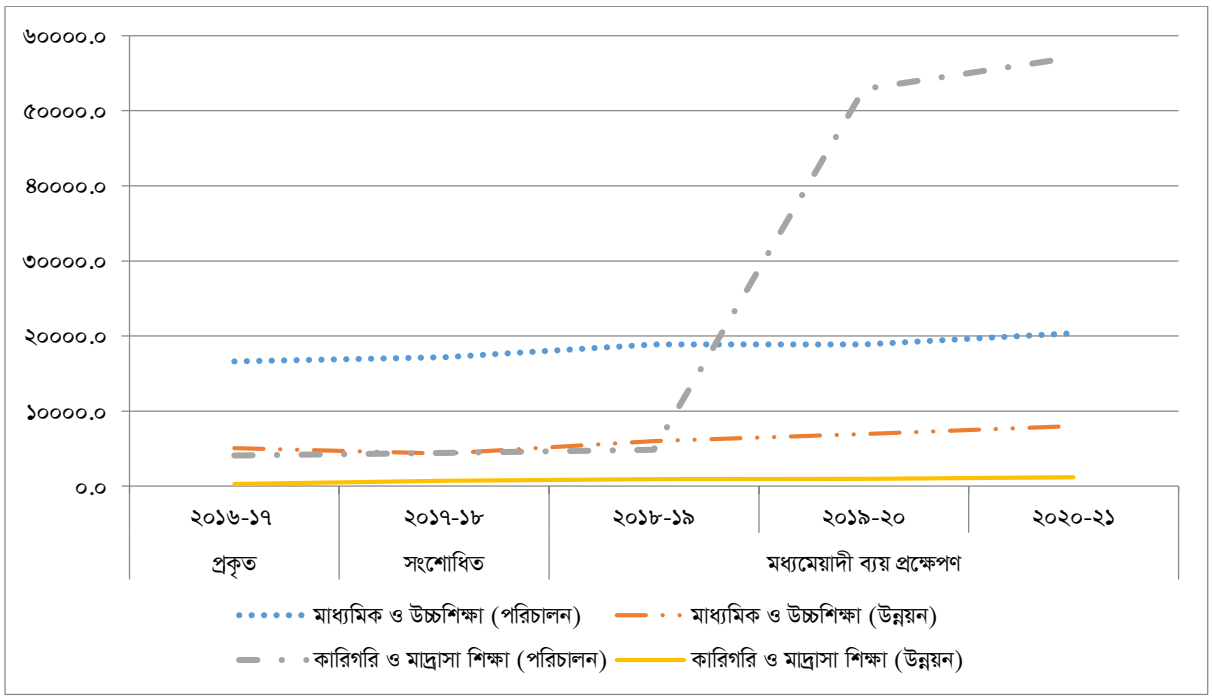

চিত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দু'টি বিভাগ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মধ্যমেয়াদী ব্যয় প্রক্ষেপণে পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যায়ের তুলনামূলক প্রবাহমানতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে ২০১৮ সালের গোড়া থেকে কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের পরিচালন ব্যয় উন্নয়ন ব্যায়ের তুলনায় হঠাৎ উল্লম্ফন

লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অন্যদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের ব্যায় প্রায় সমানুপাতিক বৃদ্ধির প্রবাহমানতা দেখা যাচ্ছে।

বর্তমান সরকার শিক্ষাকে দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতে সর্বাধিক গুরত্বারোপ করে আসছে। রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রনয়ণ করা হয়েছে এবং ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে একটি উন্নত জাতি হিসেবে সমাদৃত হতে হলে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ ও এর যথাযথ প্রয়োগের কোন বিকল্প নেই।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা খাত

মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকার কথা বিবেচনা করে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। একই সাথে বিগত বছরগুলির শিক্ষাখাতের সার্বিক অগ্রগতিসমূহও আলোচিত হয়েছে। শিক্ষাখাতে বরাদ্দের পরিমাণ দেখানো হয়েছে, সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যায়ের ১২.৩ শতাংশ, যা কিনা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি)'র ২.২ শতাংশ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার কিছু কর্মকৃতি নির্দেশক নিম্নে উল্লেখিত হল-

নির্দেশক	উপনির্দেশক	২০১০	২০১৪
অংশগ্রহণ	১। প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ভর্তির হার	১০৭.৭%	১০৮.৪%
	২। মাধ্যমিক শিক্ষায় মোট ভর্তির হার	৯৪.৮%	৯৭.৭%
অভ্যন্তরীণ দক্ষতা	১। প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার	৩৯.৮%	২০.৯%
	২। প্রাথমিক শিক্ষায় অনুপস্থিতির হার	১৬%	১৩.৩%
গুণগত মান	১। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র শিক্ষক অনুপাত	১:৪৮	১:৪২
	২। মাধ্যমিক শিক্ষঅয় ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত	১:৩৫	১:৩৭
শিক্ষার ব্যয়	১। শিক্ষা ব্যয়- মোট ব্যায়ের শতাংশ হিসেবে	১৩.৮%	১২.৩%
	২। জিডিপির শতাংশ হিসেবে	২%	২.৩%

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন

উপরের সারণী থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গত ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায়- অংশগ্রহণ, অভ্যন্তরীণ দক্ষতা, গুণগত মান ও সামগ্রিক ব্যয়ভার– এগুলির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

এই পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাবদ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২০ হাজার ৬০০ কোটি টাকা কিন্তু, এই খাতে প্রস্তাবিত বাজেটের এডিপিতে প্রস্তাব করা হয়েছে প্রায় ৩ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা কম।

চিত্র-৬: সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)

বিবরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়	৫,৫৪০	৮,৭০০	১০,৪১০	১২,২৪০	১৪,৪০০
শিক্ষা মন্ত্রনালয়	৪,২০০	৫,৯৬০	৭,১০০	৮,৩৭০	৯,৮২০
মোট শিক্ষা	৯,৭৪০	১৪,৬৬০	১৭,৫১০	২০,৬০০	২৪,২১০

সূত্র: সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)

এই পরিকল্পনাতে শিক্ষা খাতের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচিত হয়েছে। যেমন-

- মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে গরীবদের হার হল ৪৫%, যা যারা গরীব নয় তাদের তুলনায় ৭৬% কম।
- শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের ভিতরে রূপান্তর হার কম হওয়াটাও একটি সমস্যা।
- দারিদ্রের মত, লিঙ্গবৈষম্যও নারী শিক্ষার প্রসারে নেতিবাচক ভূমিকা রাখে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে লিঙ্গসমতা মোটামুটিভাবে অর্জন সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী ভর্তিকৃত নারীদের মধ্যে মাত্র ৪০% উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ২৬ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী।
- আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যেটা উল্লেখিত হয়েছে তা হল কারিকুলামের অনুপযোগিতা। শিক্ষার তিনটা ধারা বাংলা, ইংরেজি, মাদ্রাসা- পাঠ্যক্রমের ভিতর অসামঞ্জস্যতা যথাসম্ভব কমিয়ে আনা গেলে এই অনুপযোগিতা সংকুচিত করা সম্ভব বলে মতামত দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার মত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি নিম্নরূপ: যা বাস্তবায়িত হবে ২০২০ সালের ভিতরে।

- ✓ উচ্চশিক্ষার হার ১২% থেকে ২০% এ বৃদ্ধি করা
- ✓ বর্তমানে চালু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একত্রীকরণ ও শক্তিবৃদ্ধিকরণ
- ✓ কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের সুবিধার নিশ্চয়তা
- ✓ গবেষণা ও প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ
- ✓ ভার্চুয়াল শিক্ষাদানের সূচনাকরণ এবং এসব লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামসমূহও যে এই পরিকল্পনার অধীনে বাস্তবায়িত হবে সেই নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও ২০১৮-১৯ বাজেটে শিক্ষা খাত

জাতিসংঘের *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট* (*এসডিজি*)-২০৩০-এর ঘোষণাপত্রের অঙ্গীকার হল 'একজনকেও পেছনে রাখা যাবে না'। *এসডিজি*-র অভীষ্টগুলোর মধ্যে চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হল: অন্তর্ভূক্তিমূলক, রূপান্তরমূখী, সর্বজনীন এবং পরস্পর সংশ্লিষ্টতা। সমাজের সবচাইতে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী উন্নয়নের সুফল কতখানি পেল– তার উপর নির্ভর করবে *এসডিজি* বাস্তবায়নের সফলতা। উল্লিখিত বিষয় সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় নীতিকাঠামো প্রণয়ন ও অর্থায়নের মূখ্য ভূমিকা পালন করছে।

এমডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস এবং জেন্ডার সমতা আনয়নের ক্ষেত্রে বেশ উন্নয়ন সাধন করতে পেরেছে। বেশ কিছু সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যেমন: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪, শিশু আইন-২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩, শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশে সমন্বিত নীতি-২০১৩, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এবং সবার জন্য শিক্ষা: জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০০৩-১৫) প্রভৃতি। *এসডিজি* বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহও প্রশংসনীয়। *এসডিজির* চতুর্থ অভীষ্টের সাথে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আংশিকভাবে সংগতিপূর্ণ। অভীষ্টসমূহ অর্জনের জন্য একটি কর্মপন্থা পরিকল্পিত হয়েছে।

এসডিজির চতুর্থ অভীষ্টে সকলের জন্য একীভূত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বিশেষত: লক্ষ্যমাত্রা ৪.৫ নম্বরে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ, এতে বলা হয়েছে প্রতিবন্ধী ও আদিবাসীসহ সকল ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে থাকা শিশুদের জন্য শিক্ষার সকল স্তরে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ বিতর ও স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের পরিধি

বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে চা-বাগান শ্রমিকদের শিশু, নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর শিশু, দলিত জনগোষ্ঠীর শিশু, যৌনকর্মীদের শিশু ও ভৌগোলিকভাবে প্রতিকূল অঞ্চল যেমন, চর, হাওর, বস্তি, পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত শিশু এবং পথশিশুদের শিক্ষার সুযোগ এখনো অনেকাংশে সীমিত। এলক্ষ্যে সারা দেশে এ পর্যন্ত ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করা হয়েছে। দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশে মসজিদ ও মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের মৌলিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্তে, " মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম" এবং "মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম" প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে শিক্ষাখাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতে এই ধারা অব্যাহত থাকবে এমনটাই জনগণের প্রত্যাশা। শিক্ষা গ্রহনের সুবিধার পাশাপাশি চাকরির নিশ্চয়তা প্রদানও এখন গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে, যা সমাজের জীবনের মান উন্নয়নে অবদান রাখবে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানবতার বিকাশ ও জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কার মুক্ত, পরমত সহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশ প্রেমিক ও কর্ম কুশল নাগরিক গড়ে তোলা।